দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ...18 MAY 2005 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যস্ত করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করবেন না

মুহম্মদ ঈসা শাহেদী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আজকের ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা এবং বৃটিশ আমলের কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় ১৭৮১ সালে (২২৫ বছর আগে)। এর প্রায় একশ বছর পর ১৮৬৬ সালে দেওবন্দ মাদ্রাসা কেন্দ্রিক দরসে নেজামী বা কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। আর উপ-মহাদেশের ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারাটি চালু হয়েছে ১৮৫৪ সাল পরবর্তীকালে। বৃটিশ আমলের শেষ দিকে ১৯১৪/১৫ সালে বাংলা-আসাম কেন্দ্রিক আলীয়া নেসাবের মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের জন্য নিউ স্কীম নামে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়। তবে কিছু কিছু মাদ্রাসা নিউ স্কীম পদ্ধতি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং সনাতন ধারায় ওল্ড স্কীম নামে ধর্মীয় ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। শুরুতেই নিউ স্কীম পদ্ধতির কথা ছিল মাদ্রাসার জুনিয়র ও সিনিয়র স্তরের সিলেবাসকে স্কুল ও কলেজের সাথে সমন্বিত করা হবে। আর উচ্চতর স্তরের জন্য একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। মূলত তখন থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চতর স্তরের জন্য ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী ওঠে।

অনেকগুলো মাদ্রাসায় নিউ স্কীম পদ্ধতি চালু হয়ে যাবার পর ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বলা হয় যে, এ মুহূর্তে এ ধরনের আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; সামনে ঢাকায় মুসলমানদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, কাজেই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদ নামে একটি সমৃদ্ধ অনুষদ প্রতিষ্ঠা হবে এবং মাদ্রাসার দাখিল ও কামিল তথা উচ্চতর স্তরকে তার আওতায় পরিচালিত করা হবে। কিন্তু ১৯২১ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। এর পরিবর্তে অ্যারাবিক ও ইসলামিক-স্টাডিজ নামে একটি বিভাগ রাখা হয়। এই সূত্রে বেশ কয়েক বছর মাদ্রাসার উচ্চতর স্তরের সার্টিফিকেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইস্যু করা হত। বাস্তবে প্রকাশিত হয়েছে যে, এই ব্যবস্থার ফলে নিউ স্কীমভুক্ত মাদ্রাসাগুলোর ফাজিল ও কামিলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় এবং জুনিয়র স্তর জুনিয়র হাই মাদ্রাসা ও সিনিয়র স্তর ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ নামে নতুন নাম ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ক্রমান্বয়ে ছাত্রদের দ্বীনী চরিত্র পাল্টে যায় এবং দীনদার আলেম শিক্ষকগণ অবসর গ্রহণ বা মৃত্যুবরণের মাধ্যমে বিদায় নিলে এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য মাদ্রাসা নামটিও বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ফাযিল ও কামিল বিলুপ্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একীভূত হওয়ায় ছাত্ররা অ্যারাবিক ও ইসলামিক স্টাডিজকেই সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাধান্য দেয় এবং উচ্চতর স্তরে হাদীস, কুরআন, তাফসীর, ফিকাহ শিক্ষাকেও ওল্ড স্কীম বলে অবজ্ঞা করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সরকার এক ঘোষণায়

নিউ স্কীম মাদ্রাসাগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে জেনারেল শিক্ষার সাথে একাকার করে দেয়। এভাবে ১০৭৪টি নিউ স্কীম মাদ্রাসা স্কুল-কলেজে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এর মধ্যে ঢাকায় নজরুল কলেজ ও আরমানীটোলা হাম্মাদিয়া হাইস্কুল, চট্টগ্রামের মহসিন কলেজ, ভোলার-এ রব হাইস্কুল প্রভৃতির কথা আমরা জানি। আমাদের নিশ্চিত আশঙ্কা হচ্ছে, এখনও মাদ্রাসার ফাযিল, কামিলকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হলে একই পরিণতির শিকার হবে। এমন কি এই পরিণতি নিউ স্কীমের চাইতেও মারাত্মক ও শোচনীয় হবে। কারণ, ১৯১৪/১৫ সালে অনেকগুলো মাদ্রাসা নিউ স্কীম পদ্ধতি গ্রহণ করে পরবর্তীতে আত্মহত্যা করলেও বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা ওল্ড স্কীম নামে সনাতন ধারা আঁকড়ে ধরে রেখেছিল, সেগুলোকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে অনেক শাখা-প্রশাখা বের হয়েছিল, বর্তমানে আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসাসমূহ হচ্ছে সেই শাখা-প্রশাখা। এখন যদি এগুলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় তাহলে সনাতন ধারা আঁকড়ে থাকার নামে মাদ্রাসার আলাদা অস্তিত্ব ধরে রাখার অবস্থা কোন মাদ্রাসার নেই। কেননা, ইতোমধ্যে আলিয়া নেসাবের সকল মাদ্রাসা আধুনিকায়নের নামে দাখিল ও আলিম স্তর পর্যন্ত নিউ স্কীমের মত সিলেবাস ও পদ্ধতি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং শিক্ষকরা বেতনভাতা ও ছাত্ররা সার্টিফিকেটের ব্যাপারে সরকারী সাহায্যের ওপর ১০০% নির্ভরশীল; তাই অবিলম্বে আলাদা ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করে ফাযিল কামিলের মান দেয়া না হলে এগুলো তাদের জন্য পায়ের বেড়ি গলায় দড়ি হয়ে নিশ্চিতভাবেই মৃত্যু ফাঁদ হবে। জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে বিনীত অনুরোধ আমার, দেশের স্কুল-কলেজ অনেক আছে, আরও হবে। কিন্তু ধর্মপ্রাণ জনগণের দান-সদকা ও প্রাণান্ত পরিশ্রম দিয়ে তিলে তিলে গড়া মাদ্রাসাগুলো স্কুল-কলেজ বানানো কি উচিত হবে? মাদ্রাসা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর, তৎসংলগ্ন মসজিদ আল্লাহর ঘর। এগুলোকে স্কুল-কলেজের ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অভিশাপ সহ্য করার ক্ষমতা কি আমাদের আছে?

মাদ্রাসা শিক্ষা ও আলেম সমাজের প্রতি বিদ্বেষী একটি মহল বলে বেড়ায় যে, সকল ব্যাপারেই আলেমদের মধ্যে অনৈক্য, তাই কিছুই হয় না। লক্ষ্য করুন, বর্তমানে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নে দেশের সকল শ্রেণীর আলেম ও ইসলামী জনতা ঐক্যবদ্ধ। পীর, মাশায়েখরাও ওয়াজ নছিহত ও বিবৃতি-বক্তব্যের মাধ্যমে এর জন্য জোরালো দাবী জানিয়েছেন। কওমী নেছাবের মাদ্রাসা অঙ্গন থেকেও ভবিষ্যতে কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃতি লাভের প্রত্যাশায় ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হচ্ছে। আহলে সুন্নত নামে পরিচিত মহলটিও মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব রক্ষার দাবীতে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আপোসহীন। মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন জমিয়তুল মুদাররেসীন এবং মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়তে তালাবায়ে আরাবীয়া এই দাবীকে সামনে রেখে নিরলস আন্দোলন ও সভা-সমাবেশ করে যাচ্ছে। কাজেই ওলামায়ে কেরামের অনৈক্যের অজুহাত দেখানোর সুযোগ অন্তত ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নেই।

একটি মহল দীর্ঘদিন ধরে ভেতরে ভেতরে প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কেন হবে? ভাষার নামে কি কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে? এর পরিবর্তে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বলাই যুক্তিযুক্ত। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা যে মাদ্রাসা শিক্ষার কোন উন্নতি হবে না, হচ্ছে না এবং কালক্রমে এটিও জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ধারণ করে, তার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। আশা করি এই দৃষ্টান্ত হতে তাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। তাছাড়া আরবী তো কোন সাধারণ ভাষা নয়, বিশ্বজনীন ভাষা। মানব সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস আশ্রয় নিয়ে আছে এই ভাষার মধ্যে। গোটা আরব জাহান ছাড়াও সারা দুনিয়ার মুসলমান এমন কি অমুসলিম গবেষকদেরও ভাষা আরবী। আরবী আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের স্মারক। আরবী আল্লাহর ভাষা, রসূলের ভাষা, কোরআনের ভাষা; বেহেশতবাসীদের ভাষা, ইসলামী সভ্যতার ও ঐতিহ্যের ভাষা, কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশল প্রভৃতির জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারলে আরবীর জন্য হতে পারবে না কেন? আসলে যারা মাদ্রাসার শিক্ষার আলাদা অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, তারাই নিরীহ লোকদের কানে কানে এ জাতীয় কুমন্ত্রণা দেয়। আমরা নিখাদ দ্বীনী শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই এ বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখতে চাই। তাই এর নামের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে আরবী থাকতে হবে, যেন পরক্ষণে স্বার্থান্বেষীরা ভিন্নখাতে নিয়ে যেতে সাহস না পায়। *(অসমাপ্ত)*